কলকাতা, শিলিগুড়ি ও পোর্ট ব্লেয়ার থেকে একযোগে প্রকাশিত

আর্থিক লিপি

Siliguri Office : Ph : 0353-2521544, Fax : 0353-2521545, E-mail : lipi.siliguri2015@gmail.com

www.facebook.com/arthiklipiepaper

৮ পাতা

Vol - XIII, ISSUE - 123

শিলিগুড়ি • সোমবার • ১৬ বৈশাখ, ১৪২৫ • ৩০ এপ্রিল, ২০১৮ • SILIGURI • MONDAY • APRIL 30, 2018

₹ 3

ফের বিপ্লব

আলটপকা মন্তব্য করা থেকে পিছু হটছেন না ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন তিনি বলেছেন, সরকারি চাকরির পেছনে না ছুটে যুবক-যুবতীদের পানের দোকান দিতে।

প্রথম খেতাব

চিনে অনুষ্ঠিত কুনমিং ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম সিঙ্গলসে খেতাব জিতলেন ভারতীয় টেনিস তারকা প্রজনেশ গুণেশ্বরম। ১ ঘণ্টা ৫২ মিনিটের লড়াইয়ে ৫-৭, ৬-৩, ৬-১ সেটে তিনি জয়ী হন।

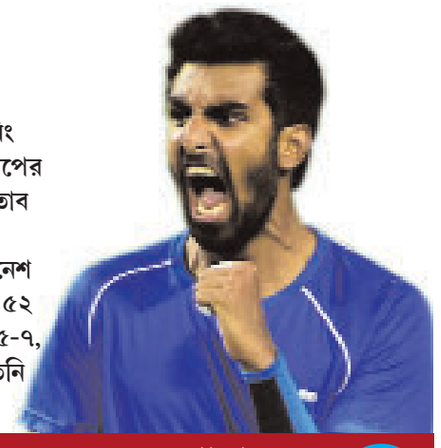

প্রধানমন্ত্রীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ কংগ্রেস নেতৃত্বের

আমরাই ক্ষমতায় আসছি: রাহুল

নয়াদিল্লিতে জন আক্রোশ র‍্যালিতে বক্তব্য রাখলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি।

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল: কূটনৈতিক স্তরে যখন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিক তখনই তাঁকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানাল কংগ্রেস। জন আক্রোশ র‍্যালিতে ভাষণ দেওয়ার সময় বর্তমান সরকারকে জনবিরোধী আখ্যা দিলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি দলকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন রাহুল গান্ধি। তিনি বলেছেন, দেশের মানুষের কষ্টের শেষ নেই। মানুষ এই সরকারকে আর বিশ্বাস করে না। নরেন্দ্র মোদী যে ভাষণই দিন না কেন তাঁর উপরে মানুষের আর আস্থা নেই।

এদিন বিজেপির দিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে রাহুল গান্ধি বলেছেন, ২০১৯ সালে কংগ্রেস তার শক্তি দেখিয়ে দেবে। ২০১৯'র কংগ্রেস ক্ষমতায় আসছে বলেও আশাপ্রকাশ করেছেন রাহুল। তাঁর মতে মানুষ বুঝে গিয়েছেন, নরেন্দ্র মোদী শুধুমাত্র মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। তাঁর কথায় ও কাজে কোনও মিল নেই। রবিবার রামলীলা ময়দানে জনসভায় রাহুল ছাড়াও বক্তব্য রাখলেন সোনিয়া গান্ধি ও মনমোহন সিং। সভায় সব থেকে আক্রমণাত্মক ছিলেন রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদীজি নির্বাক দশকের ভূমিকা নিয়েছেন। আর বিজেপি এবং আরএসএস মিলে দেশের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে ধ্বংস করছে।

এদিন রাহুলের বক্তব্যে উঠে এসেছে একের পর এক দুর্নীতির প্রসঙ্গ। মোদী সরকারকে জন বিরোধী সরকার আখ্যা দিয়ে রাহুল বলেছেন, দুর্নীতি, কালো টাকা, নারী সুরক্ষা এবং অর্থনীতি সবক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে এই সরকার। মোদী যেখানেই যান সেখানে দুর্নীতি দূর করার প্রসঙ্গ তোলেন কিন্তু কাজের কাজ তিনি কতটা করতে পারেন তা লোকে দেখতে পারছেন। নিজেদের অকর্মণ্যতা ঢাকতে কংগ্রেসের নামে অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই করছে না বর্তমান সরকার। দেশে বেকা রত্ব বাড়ছে, মহিলাদের সম্মানহানি হচ্ছে, জ্বালানির দাম বাড়ছে, রাজ্যে রাজ্যে দলিতদের উপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে। অথচ মোদী এ বিষয়ে চুপ করে রয়েছেন।

কৃষকদের দুরবস্তার প্রসঙ্গ তুলে রাহুল গান্ধি বলেন, মোদীজি বড় বড় শিল্পপতিদের ঋণ মকুব করে দিচ্ছেন কিন্তু কৃষকদের একটা টাকাও ছাড়েন না। দেশের কৃষকরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেও মোদীজি কোনও শব্দ খরচ করছে না। সেই কারণেই গ্রামের কৃষকদের রাগ বাড়ছে এই সরকারের উপর।

নীরব মোদী প্রসঙ্গ তুলে ধরে এদিন রাহুল বলেছেন, এতবড় কাণ্ড ঘটিয়ে নীরব মোদী দেশ থেকে পালিয়ে গেল। অথচ দেশের প্রধানমন্ত্রী কোনও শব্দ ব্যয় করলেন না। রাহুলের ভাষায় এখনও দেশের চৌকিদার চুপ রয়েছেন কেন। কাঠুয়া কাণ্ড দেশের নারী সুরক্ষার বিষয়টি সকলের সামনে এনে দিয়েছে। দেশের মানুষ আর তাঁকে বিশ্বাস করে না। তাই ২০১৯ সালে ক্ষমতায় আসছে কংগ্রেস।

দেশের সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে : মোদী

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন দেশের সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবে তাঁর সরকার। সেই প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করতে পেরেছেন বলে জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২৮ এপ্রিল নরেন্দ্র মোদীর সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলেও জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর।

রবিবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার মধ্য মণিপুরে সেনাপতি জেলার একটি গ্রামে বিদ্যুৎয়ানের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আর এর মধ্যে দিয়েই সম্পন্ন হয়ে গেছে দেশের সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, দেশের সবপ্রান্তে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে তিনটি মাপকাঠি ধার্য করা আছে। প্রথম মাপকাঠিটি হল ওই গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবার ন্যূনতম পরিকাঠামো থাকতে হবে। দ্বিতীয়টি হল সেখানকার অন্তত ১০টি বাড়িতে বিদ্যুৎ থাকতে হবে এবং তৃতীয় হল সেই গ্রামের স্কুল, পঞ্চায়েত অফিস এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মতো সমস্ত ক্ষেত্রগুলিকে বিদ্যুৎ পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন সমস্ত গ্রামে যেন এই শর্ত পূরণ করা হয়।

রবিবার সরকারের তরফে বলা হয়েছে, দেশের সমস্ত গ্রামে এই তিনটি শর্ত পূরণ করা হয়েছে। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশের সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল সরকার। এই উদ্যোগকে সার্থক করে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। সেই মতো বাজেটেও সংস্থান রাখা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী এই যোজনার নাম দিয়েছিলেন 'সহজ বিজলী হর ঘর যোজনা।'

প্রথমে সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য করেছিলেন। পরে এই সীমা বাড়িয়ে ২০১৮ সালে ডিসেম্বর করা হয়। কিন্তু তার আগেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে।

সত্যিই কি পরমাণু অস্ত্র বর্জন করছেন কিম জং উন?

পিয়ংইয়ং, ২৯ এপ্রিল : গোটা বিশ্বের সামনে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন উত্তর কোরিয়ার একনায়ক কিম জং উন। তিনি বলেছেন, আগামী মাসে গোটা বিশ্বের সামনে তাঁর দেশের পরমাণু পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার কিম জং উনের সঙ্গে প্রথম আন্তঃকোরিয় শীর্ষ সম্মেলনে আলোচনা সারেন মুন জাই।

দীর্ঘ আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, পরমাণু পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধের ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নেবে উত্তর কোরিয়া। এমনকি ওই বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছিল যে, কোরিয়ার উপদ্বীপটিকে সম্পূর্ণ রূপে পরমাণু বিহীন করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তার পরেই এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল।

বেআইনি মদ উদ্ধার,গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে কোচবিহার গ্রামে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ বেআইনি মদ উদ্ধার করা ছাড়াও এক ব্যক্তি গ্রেফতার করল পুলিশ। কোচবিহার পুন্ডিবাড়ি থানার দক্ষিণ মরিজবাড়ি এলাকায় ওই ব্যক্তির বাড়ি থেকে বেআইনি মদ উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

কোচবিহার পুলিশ লাইনে রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে করে বেআইনি মদ উদ্ধার সহ যক ব্যক্তিকে গ্রেফতার কথা জানান কোজবিহারের পুলিশ সুপার ভোলানাথ পান্ডে। সাংবাদিক বৈঠকে জেলা পুলিশ সুপার জানান বেআইনি মদ বিক্রির অভিযোগে সহদেব রায় নামে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতাব করা হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে সহদেব রায়ের বাড়ি থেকে ৫০২ বোতল দেশি মদের বোতল উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সুপার বলেন,''মদের মূল্য জানতে আবগারি দফতর থেকে চিঠি করা হয়েছে।

ওই ঘটনায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। বেআইনি ওই মদের ব্যবসার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।" পঞ্চয়েত নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হতেই কোচবিহারের বিভিন্ন গ্রামে বেআইনি মদের রমরমা কারবার চালু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আর সেই কারণেই পুলিশের ওই অভিযান বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, পুলিশ সূত্রে জানা গেছে এই অভিযান আগামীতে চলবে।

নির্বাচনের নামে ছেলেখেলা হচ্ছে: সোমনাথ

স্টাফ রিপোর্টার : পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে বারেবারেই সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে সরকারকে। রাজ্যজুড়ে যেভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাসকদলের প্রার্থীরা জয়ী হচ্ছেন তা নিয়ে বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না। পঞ্চায়েত মামলা নিয়ে একাধিক মামলা গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে রবিবার বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। রবিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন আদৌ শান্তিপূর্ণ হচ্ছে না। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ তুলে ধরে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, কোর্টের নির্দেশ ছিল সবার সঙ্গে আলোচনা করে মিনিংফুল সিদ্ধান্ত নিতে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন কোর্টের নির্দেশকে অমান্য করেছে। এদিন তিনি বলেন, মানুষকে বাদ দিয়ে নির্বাচন হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, বিভিন্ন জায়গায় জোর করে বিরোধীদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করিয়ে নেওয়া

হচ্ছে। তাই এই নির্বাচনে সাধারণ মানুষের কোনও ভূমিকা নেই। নির্বাচনের নামে ছেলেখেলা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে ৩ দফার বদলে একদফার ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্তকেও কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন সোমনাথবাবু। তাঁর কথায়, তিনদফার জায়গায় হঠাৎ করে একদিনে ভোট কেন। কিসের ভিত্তিতে এই ভোট করা হচ্ছে। পাঁচ রাজ্য থেকে বাহিনী আনারও কড়া সমালোচনা করেছেন লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ। আমি বুঝতে পারছি না কিসের ভিত্তিতে পাঁচটি রাজ্যকে বাহিনীর জন্য বেছে নেওয়া হল। তাঁর মতে অন্য রাজ্যের কাছে বাহিনী না চেয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিলেই তো সমস্যা মিটে যেত। আসলে গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে ভোট দিতে না দেওয়ার জন্যই এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ।

এদিন সোমনাথবাবু বলেছেন, একদফার ভোটে যেহেতু পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপত্তা বাহিনী রাজ্য সরকারের হাতে নেই সেই কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি জানিয়েছিল বিরোধীরা। কিন্তু রাজ্য সরকার বিরোধীদের সেই দাবিকে কোনও গুরুত্বই দেয়নি। সেই কারণেই তড়িঘড়ি ব্যবস্থার জন্য পাঁচ রাজ্যকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। মানুষের ভূমিকাকে গুরুত্ব না দেওয়া হলে নির্বাচনের অর্থ কি? আসলে নির্বাচন নিয়ে ছেলেখেলা করছে শাসকদল।

এই প্রথম যৌথ মহড়া ভারত - চিন -পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : এই প্রথম বিরল দৃশ্যের মুখোমুখি হতে চলেছে বিশ্ব। সন্ত্রাস দমনের জন্য সেপ্টেম্বর মাসে যৌথ মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে রাশিয়ায়। আর সেই মহড়াতে অংশগ্রহণ করবে মোট ৮টি দেশ। যার মধ্যে রয়েছে ভারত-চিন ও পাকিস্তান। সূত্রের খবর, বেজিংয়ের নেতৃত্বেই এই যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। স্বাভাবিকভাবেই এই যৌথ মহড়াকে গুরুত্ব দিচ্ছে কূটনৈতিক মহল। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের পাল্টা হিসেবে এই এসসিওটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে চিন। এই উদ্যোগ সফল হলে গোটা বিশ্বে একটা নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি হবে। যার ফলে সন্ত্রাসবাদীরা কিছুটা হলেও পিছু হটবে।

আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হল এক বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি,রায়গঞ্জ: শনিবার রাতে আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হল এক ব্যক্তির বাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে বংশহারি থানার অন্তর্গত বুনিয়ানপুরে পুরসভার ১২ নং ওয়ার্ডে। স্থানীয় সূত্রে খবর নগেন পাহান নামক তার বসত বাড়িতে রান্না ঘরে আগুন লাগে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠে তা ছড়িয়ে পড়ে বাড়িতে যাওয়ার সেই সময় নগেনবাবুর বাড়ি ছিল ফাঁকা। আগুন দেখে সকলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রেণে আনে। ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাড়ির আসবাবপত্র সহ অন্যান্য সামগ্রী ।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন, দমকল ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, রান্নাঘর থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে এই বিধ্বংসী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তবে হতাহতের কোন খবর নেই।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু এক প্রৌঢ়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ : আমবাগান থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাজ পরে মৃত্যু এক প্রৌঢ়ার। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সন্ধ্যায় ইংরেজ বাজার থানার কাজি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহজমাপুর গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত প্রৌঢ়ার নাম রুক্কিণী মন্ডল(৭৩)। বাড়ি মহজমাপুরে।

পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্ত জন্য মর্গে পাঠায় ।শনিবার সন্ধ্যায় গোটা মালদহ জুড়ে শুরু হয় ঝড় বৃষ্টি তার সাথে বজ্রপাত। মৃতের ছেলে উজ্জ্বল মন্ডল ও ভাইপো সুবোদ মন্ডল জানান ,আমবাগান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন রুক্কিণী মন্ডল সেই সময় বাজ পড়ে আহত হন তিনি।

এরপর তাকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি মালদহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে পরিজনেরা। সেখানে ঘন্টাখানেক চিকিৎসা চলার পর মৃত্যু হয় তার।

তবে কি কারণে মৃত্যু তা তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

ভোটের আগে পূর্ব বর্ধমানের দখল নিল তৃণমূল

মহুয়া ঘোষাল • গলসি

২৯ এপ্রিল: মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষদিন শনিবার শেষ হয়ে যাওয়ার পর কার্যত শাসকদল অনেকটাই স্বস্তিতে। তবে একেবারে চিন্তামুক্ত হতে পারছে না শাসকদলের জেলার থিঙ্ক ট্যাঙ্কেরা। পূর্ব বর্ধমান জেলায় পঞ্চায়েতগুলির অধিকাংশ শাসকদলের মুঠিতে। তবে গোঁজ প্রার্থীরা জেলা নেতাদের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে লড়াইয়ের ময়দানে রয়ে গিয়েছেন। শাসকদলকে গোঁজ, বিজেপি আর বামেদের সঙ্গে সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে নামতে হচ্ছে কালনার দুটি ব্লক, ভাতার, মেমারি এবং গলসি ২নং ব্লকে। ভোটের আগেই শাসকদলের দখলে চলে এসেছে আউশগ্রামের দু'টি ব্লক, কাটোয়ার দু'টি ব্লক, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রামের দু'টি ব্লক, রায়নার দু'টি ব্লক। এই ব্লকগুলির মধ্যে আউশগ্রামের দু'টি ব্লক, কাটোয়ার দু'টি ব্লক, কেতুগ্রামের দু'টি ব্লক এবং মঙ্গলকোট বিরোধী শূন্য হয়েছে। বিরোধীরা সন্ত্রাসের অভিযোগ তুললেও শাসকদল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

বিরোধীদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের লড়াইয়ে বিজেপিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে সিপিএম তাদের এককালের লাল দুর্গে। বিজেপি পঞ্চায়েত স্তরে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছে ১৮৬টি সেখানে সিপিএম প্রত্যাহার করেছে ১৯৭টি। শাসকদলের গোঁজ ৫২৪ জন প্রার্থী নির্বাচনের লড়াই থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন দলের কথা মেনে। গোঁজ প্রার্থী রয়ে গিয়েছে ১৪৯জন। পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচনী লড়াইয়ে বিজেপি সিপিএমের থেকে পিছিয়ে পড়েছে। ৩৯ জন বিজেপি প্রার্থী নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে এসেছেন সেখানে ৩৪ জন সিপিএম প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। ১৪৪ জন গোঁজ প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৯৮ জন প্রার্থী দলের কথা মেনে সরে দাঁড়িয়েছেন। জেলা পরিষদ আসনে এখনও দু'জন গোঁজ প্রার্থী রয়ে গিয়েছে যদিও দলের কথা মেনে তিনজন ভোটের ময়দান থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। বিজেপির ১০ জন প্রার্থী লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরে গেলেও সিপিএম জেলা পরিষদের প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র ২ জন সরে গিয়েছেন।

শাসকদলের পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলা সভাপতি স্বপন দেবনাথ কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, এখনও সময় আছে দলের সঙ্গে থাকার। গোঁজ প্রার্থীরা দলের প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার কথা জানিয়ে লিফলেট দিন আর দলের প্রার্থীর হয়ে প্রচার করুন নচেৎ দল তাকে বহিষ্কার করা হবে বলে কড়া বার্তা দিয়েছেন সভাপতি স্বপনবাবু। পূর্ব বর্ধমান জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে আসন রয়েছে ৩২৩৪টি। এর মধ্যে শাসকদল ভোটের লড়াইয়ের আগেই দখলে নিয়ে এসেছে ২০৯৬টি। জেলায় ভোট হবে মাত্র ১১০৮টি আসনে। পঞ্চায়েত সমিতিতে ৩৯৬ আসন দখলে এসেছে ৬১৮টি আসনের মধ্যে। ভোট হবে ২২২টি আসনে। জেলা পরিষদে ৫৮টি আসনের মধ্যে ১৭টি শাসকদলের ঝুলিতে এসে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। লড়াই হবে আর মাত্র ৪১টি আসনে। আর ১৩টি আসন দখল হলেই পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ দখলে আসবে শাসকদলের।

সিপিএম জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক বলেছেন। শাসকদল গণতন্ত্রকে খুন করে মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। বিজেপির জেলা সভাপতি সন্দীপ নন্দী বলেন, চুড়ি পরে বসে আসে নির্বাচন কমিশন তাই মানুষের ভোটাধিকার চুরি হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল জেলা সভাপতি স্বপন দেবনাথ বলেছেন, মনোনয়ন জমা দিতে আসার সময় কাদের হাতে অস্ত্র ছিল এটা মানুষ দেখেছে তাই বিরোধীদের কথা মানুষ বিশ্বাস করে না।